আশ্চর্য্য একটি সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা

কুকুরের সাক্ষীতে
মামলা
আসামীর ফাঁসী

রচনাকারী ও প্রকাশক—শ্রীমহাদেব সাহা

সাং - গঙ্গাধরপুর, পোষ্ট - ফুলিয়া বয়ড়া

জেলা—নদীয়া

মূল্য দশ পয়সা

কবিতা আরম্ভ

শোনেন শোনেন বন্ধুগণ শোনেন দিয়া মন
ফরিদপুর ডেপুটি ছিলেন সত্যনারায়ণ।
অতি মান্যবান ২ জন্মস্থান যশোরেতে ছিল
অনেকদিন ধরিয়া বাবু চাকুরী করিল।
কত জেলায় জেলায় ২ বদলীতে যায় ঘোরে বহুদূর
বুড়ো বয়সে এলো বাবু জেলা ফরিদপুর।
সঙ্গে পোষ্যপুত্র ২ ছিল মাত্র আর যে পরিবার
সংসারেতে ছেলেমেয়ে ছিল না তাহার।
বাবু যে সনেতে ২ যেখানেতে চাকুরী করিত
সেইখানেতে পোষ্যপুত্র স্কুলেতে পড়িত।
করিত লেখাপড়া ২ পাশ করা হল যে ডাক্তার
ফরিদপুর ডাক্তারখানা খুলিল সত্বর।
ছেলে বিয়ে দিল ২ মেয়ে নিল দেখিয়া কুলীন
সুখের জোয়ারে ডেপুটি ভাসে রাত্রিদিন।
বাবু মনের সুখে ২ থাকে ছেলে বধুর কাছে
এখানেতে থাকিয়া বাপু আমার কি প্রয়োজন আছে।
আমি দেশে যাব ২ না রহিব বিদেশেতে আর
তাড়াতাড়ি করে ফেল যাতায়াত জোগাড়।
গেল নদীর পাড়ে ২ তালাস করে মাঝি ঘাটে গিয়া
তিন মাঝি আসে ভাইরে একটি নৌকা নিয়া।
গ্রাম ব্যাপারী ২ তিন কারবারী কয়লা বোঝাই দিয়া
বিক্রয় করিয়াছিল ফরিদপুর গিয়া।
তাদের ঠিক করিল ২ চুক্তি হইল বিশ টাকা ভাড়া
বাবুর যত জিনিষপত্র নৌকায় উঠায় তারা।
তারা জলদি করে ২ নৌকা ভরে হাজার টাকার তোড়া
আগের নায় উঠাইল গরু আর ঘোড়া।
বাবুর পরিবার ২ সঙ্গে তার পুত্রবধু ছিল
একত্র হইয়া তারা নৌকাতে চড়িল।

তখন বধূ বলে ২ সেইকালে শোনেন ও শ্বশুর
সঙ্গে লয়ে যাব আমি এ পালিত কুকুর।
সেই কুকুর ধরি ২ জলদি করি নৌকাতে ভরিল
সাই সাই করিয়া নৌকা ছাড়িয়া যে দিল।
তখন যাত্রা করে ২ নৌকা ছাড়ে দেশে আপনার
ফরিদপুরে রেখে এলো পোষ্য ছেলে তার।
বলে কবিকার ২ কবিতার মিল নাহি জানি
মাঝিরা ঐ তিনজনে ভাইরে করে কানাকানি।
পড়ে টাকার লোভে ২ পাপে ডোবে হইল মগন
অনেক গহনা বধুর গায়ে ছিল যে তখন।
ভাইরে দাঁড় বেয়ে ২ চলে যায় নদীর মন্দাপানি
অস্তে গেল দিবাকর আসিল যামিনী।
বাবু নিদ্রা যায় ২ মাঝের নায় ঘাটেরি উপরি
পাছের নৌকায় ছিল ভাই বধূ আর বুড়ি।
তারা ঘুমিয়ে পড়ে ২ যুক্তি করে মাঝিরা তিনজন
সবাইকে করিয়া খুন নেব সব ধন।
পান সোনা রুপা ২ সব গহনা হাজার টাকার তোড়া
সমান করে তিনজনে লয়ে যাব মোরা।
ডেপুটি ঘুমিয়ে ছিল ২ ছুরি দিল তাহারও গলায়
নদীতে ফেলিয়া দিল ভরিয়া বস্তায়।
তারে ফেলে দিল ২ জানতে পেল বধূ আর বুড়ি
ধরিয়া বধূর গলা কান্দেনও শাশুড়ী।
তোমার শ্বশুর নাই ২ প্রাণ বাঁচাই কেমন করিয়া
আমাদের খুন করিবে ঐ মাঝিরা আসিয়া।
মোদের খুন করিবে ২ লুটে নিবে মান আর নগত টাকা
অকালেতে মরণ হবে কপালেতে লেখা।
তখন মাঝিগণ ২ তিনজন ছেড়ে আগের নাও
পাছের নৌকায় গিয়া ডাকে হাতে করে দাও।

বলে খুন করিব ২ না ছাড়িব এই করেছি পণ
বুড়ি বলে মাঝি বাব আমার কথা শোন।
যত টাকা করি ২ হাতে ধরি দিব তোমাদের কাছে
আমাদের খুন করিলে কিবা লাভ আছে।
দয়া না করিল ২ কোপ মারিল দেখিয়া গর্দান
কোপের চোটেতে বুড়ি হইল দুইখান।
তারে টেনে নিয়া ২ খুন করিয়া নৌকারি আগায়
বস্তাতে ভরিয়া তারে জলেতে ডুবায়।
দেখে এই ব্যাপার ২ বধু তার ভাবিল অন্তরে
শ্বশুর শাশুড়ীর মত খুন করিবে মোরে।
তখন ভয়ের চোটে ২ কেঁদে ওঠে করে হায় হায়
লুটাইয়া পড়িল শেষে মাঝিদের পায়।
বলে পায়ে ধরি ২ বিনয় করি শুন ওগো মাঝি
যাহা ইচ্ছা করতে পার তাতে আমি রাজি।
মোরে মারিস নারে ২ করিস নারে ওদের মত খুন
তোদের হাতে করব দান আমার যৌবন।
যদি বল মোরে ২ করব তোরে রূপ যৌবন দান
তোদের সাথে থাকব আমি হয়ে মুসলমান।
বধুর কান্না দেখে ২ গাছ থেকে কাঁদিল কোকিল
জলেতে কুন্তীর কাঁদে মুখে দিয়ে খিল।
তখন মাঝিগণ তিনজন যুক্তি করে ঠিক
টাকা আর বধু নিয়া চলে বাড়ীর দিক।
রাখব বন্দী করে ২ জানবেনা গ্রামের কোন লোকে
মুসলমান করিয়া পরে নিকা করব ওকে।
ইহা যুক্তি করে ২ বৈঠা ধরে কিছু দূরে যায়
কুকুর আর গরু ঘোড়া কুলেতে উঠায়।
দিল নৌকা ছাড়িয়া ২ দাড়ি মাঝি আগে আগে যায়
পাছে পাছে ঐ কুকুর কুলে কুলে ধায়।

তারা তিনজন ২ খুশী মন টাকা বধ্ নিয়া
কূলেতে উঠিয়া নৌকা দিল ভাসাইয়া।
চলে বাড়ীর দিকে ২ মনের সুখে কুকুর চলে পাছে
কোন বাড়ীতে কে ঢুকিল কুকুর দেখিতেছে।
রাখে তিন চোরা ২ টাকার তোড়া কলাগাছের নীচে
কুকুর কিন্তু কোথায় রাখল দেখিয়া নিয়াছে।
যেথা গরু ঘোড়া ২ ডাকাতেরা ফেলে এসেছিল
সেই থানেতে কুকুর ভাইরে বসিয়া রহিল
তখন নৌকা ভাসে ২ নদীর পাশে লাগে কিনারায়
চৌকিদারে নৌকা নিয়া থানাতে পৌছায়।
দেখে পুলিশগণে ২ ভাবে মনে সন্দেহ যেন হয়
ডাকাতেরা এই নৌকা মেরেছে নিশ্চয়।
করিতে ইনকোয়ারী ২ তাড়াতাড়ি চলিল নৌকায়
দারোগা সিপাহ জমাদার চলিল যে ভাই
এবার বলে যাই ২ শোনেন ভাই গরু ঘোড়ার কথা
দুষ্টগণে ফেলে তাদের রেখেছিল যথা।
কার ক্ষুধিতে না যায় ২ মুখ না দেয় তৃণ্য আদি ঘাস
নদীর দিকে চেয়ে তার ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
সেই পল্লীবাসী ২ লোক আদি দেখিতে লাগিল
কার বা গরু কার বা ঘোড়া চিনিতে নারিল
এল দেখিবারে ২ দলে দলে কত শত লোক
আবার দারোগা জমাদার এলো করবে তাদের খোজ
তারা পড়ে উঠে ২ দেখে ছুটে সেই যে কুকুর
লুটায়ে ধরিল পদে দারোগা বাবুর।
করে কেউ কেউ ২ ঘেউ ঘেউ কাঁদিতে লাগিল
জ্ঞানবান দারোগাবাবু মনেতে ভাবিল।
কুকুর আমার কাছে ২ কি বলছে আমি বুঝি নাই
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি কুকুরের ঠাই

গরু আর ঘোড়া যার ২ কুকুর তার হইবে নিশ্চয়
এই কথা দারোগাবাবু ভাবিল হৃদয় ।
তখন ধীরে ধীরে ২ কুকুরটিরে জিজ্ঞাসা করিল
মাথা নাড়া দিয়া কুকুর বলিতে লাগিল ।
কুকুর আবার আসামী দেখায় দুই পা দিয়া
তখন পুলিশগণে ২ সেইখানে বলে ও কুকুর
তোমার রহস্যের কথা বল কতদূর ।
শুনে এই কথা ২ লাস যেথা জলের তলে ছিল
সেইখানেতে কুকুর যাইয়া ঝাপাইয়া পড়িল !
দারোগা বুঝে নিল ২ জাল ফেলিল সেথানেতে ভাই
জালের সাথে বুড়ীর লাস উঠিল তথায় ।
কুকুর বার বার ২ দারোগার কাপড় ধরে কামড়াইয়া
সত্যবাবুর লাসের দিকে নিয়ে যায় টানিয়া ।
এইরূপে দেখাইল ২ তুলে নিল সত্যবাবুর লাস
কুকুরের কাণ্ড দেখে সকলে হইল অবাক ।
দিল চালান করি ২ তাড়াতাড়ি লাস গরু ও ঘোড়া
বাবু বলে চল কুকুর সঙ্গে যাব মোরা ।
কুকুর আগে যায় ২ পাছে যায় পুলিশগণ
আসামীর বাড়ী গিয়া পৌছিল তখন !
দেখে বারান্দায় ২ তামাক খায় তিনজনে বসিয়া
কুকুর গিয়া একজনকে ধরে কামড়াইয়া ।
তখন পুলিশগণে ২ তিনজনকে গ্রেপ্তার করিল
সত্যবাবুর পুত্রবধূ ঘরের মধ্যে ছিল ।
বলে ইংরাজীতে ২ আদি অন্ত খুলিয়া বলিল
ছাড়িয়া চোখের জল কাঁদিতে লাগিল ।
আবার কুকুরেতে ২ যেখানেতে টাকার তোড়া ছিল
দারোগাকে নিয়া ভাইরে দেখাইয়া দিল ।
বধুর গহনাপাতি ২ যাহা কিছু ভাগ করেছিল

Cmrn

পুলিশের লাঠির চোটে বাহির হয়ে গেল।
তখন পুলিশগণে ২ ক্রোধ মনে আসামী সব নিয়া
সদরেতে চালান দিল হাতে কড়া দিয়া।
সাথে কুকুর ছিল ২ বধু দিল টেলিগ্রাম করিয়া
সত্যবাবুর পোষ্য ছেলে এল যে চলিয়া।
করে হায় হায় ২ প্রাণ যায় দুঃখেতে আমার
স্বামী স্ত্রী কেঁদে মরে ব্যথিত ব্যাপার।
এখন বলে যাই ২ শোনেন ভাই যত শ্রোতাগণ
মামলায় কি হবে এখন শোনেন দিয়া মন।
মামলা সেসন কোর্টে ২ বধু ওঠে এজলাসেতে গিয়া
জজের কাছে বলে ভাইরে মিনতি করিয়া।
আমার কুকুর আছে ২ তাহার কাছে করেন জিজ্ঞাসন
কুকুর বলিতে পারে সব বিবরণ।
শুনে জজ বলে ২ কোন কালে শুনি নাই আমি
কুকুরেতে সাক্ষী দিয়ে ধরিবে আসামী।
সে কুকুর কোথায় ২ আন হেথায় জজ সাহেব কয়
পুলিশেরা কুকুর নিয়ে এজলাসে উঠায়।
তখন কুকুর দেখে ২ বলে ডেকে জজ বাহাদুর
এই খুনের কথা তুমি বল কি জান কুকুর।
শুনে এই বাণী ২ জানি জানি মাথা নাড়া দিয়া
কাঠগড়াতে আসামী ভাইরে দিল দেখাইয়া।
সাহেব বার বার ২ এক প্রকার হুকুমও করিল
কুকুর কিন্তু বার বার ঐ আসামী দেখাইল।
সাহেব হুকুম করে ২ কুকুর ধরে জেলখানাতে রাখ
বিপক্ষেরা কুকুর যেন মারে নাকো দেখ।
সাহেব এত বলি ২ গেল চলি ভাঙ্গিল কাছারী
জেলখানাতে আসামী সব নিল তাড়াতাড়ি।
আবার কুকুর নিয়া ২ শিকল দিয়া জেলখানেত রাখে

ছয় আনা খোরাকী দিত জজ সাহেবের মতে
যে দিন তারিখ পড়ে ২ হাজির করে হাওলাদারে নিয়া।
একই রকম সাক্ষী দেয় জজের কাছে গিয়া
আবার অনেক লোক নিয়া ২ মাঠে গিয়া একত্র হইয়া।
তার মধ্যে সেই আসামীরে রাখিল লুকাইয়া
দিল হুকুম করি ২ কুকুর তবু বার বার তাকায়।
পাঁচশো লোকের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়
সেই তিনজনে ২ সেইখানে ধরিয়া দেখাইল।
জজ সাহেব তাদের নিয়ে কোর্টে প্রবেশিল
দিল রায় করি ২ নিয়ে জুরী মত করে প্রকাশ।
একজনের দ্বীপান্তর দুইজনের ফাঁস
বিচার হাইকোর্টে ২ দম ফাটে ঘামে যে মগজ।
পুনরায় বিচার হবে হুকুম দিল জজ
তখন আসামীর ২ তদবীর যে যে করিল।
দরখাস্ত করিয়া মামলা খুলনাতে আনিল
সে যে খুলনায় ২ নিয়ে যায় সেই যে আসামী।
বধু গেল কুকুর নিয়া সঙ্গে গেল স্বামী
হাকিম বিচার করে ২ জিজ্ঞাসা করে কুকুরের কাছে।
কুকুর দেখায় যেরূপ আগে দেখাইয়াছে
তাতে জজ বাহাদুর ২ বলে ও কুকুর কও সত্যি কথা।
দুজনে কেটেছে কিনা দুজনের মাথা
বল ঠিক করে ২ দুজনারে কেটেছে একজন।
কুকুর তত বারে দেখায় একজন
হাকিম ভাবে মনে ২ দুজনারে কেটেছে একজন।
একজনের ফাঁসি আমি দিব সে কারণ
হাতে কলম ধরি ২ নিয়া জুরি রায় করে প্রকাশ
দুজনের দীপান্তর আর একজনের ফাঁস।

—সমাপ্ত—